দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3. APR. 2003
পৃষ্ঠা ... ২০ ... ৩

মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কমেনি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রবণতা তেমন কমেনি। ২৭শে মার্চ এসএসসি'র সাথেই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা শুরু হলেও এসএসসি'র খবরের মাঝে দাখিল পরীক্ষার খবর চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসার পরীক্ষায় অবাধে নকল হলেও কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে এই খবর গোপন রেখেছেন। শেরপুরে ৩১শে মার্চ দাখিল পরীক্ষা চলাকালে ৬ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে বহিষ্কার করা হলেও কর্তৃপক্ষ এই খবর গোপন রাখে। কিন্তু গতকাল বুধবার এই খবর প্রচার হয়ে যায়। গতকাল এসএসসি পরীক্ষায় পঞ্চগড়ের আটোয়ারী কেন্দ্রে ১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়ায় (১৯শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা

(শেষ পৃঃ পর)

একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্রে ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শেরপুর সংবাদদাতা ॥ দাখিল পরীক্ষায় নকলে সহায়তা ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে শেরপুরে ৬ মাদ্রাসা শিক্ষককে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। শেরপুর কৃষি প্রশিক্ষায়তন (এটিআই) কেন্দ্রে দাখিল আবশ্যিক বাংলা পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে। বহিষ্কৃত শিক্ষকগণ হলেন কুমরী তেজরিয়া মাদ্রাসার খোরশেদ আলম, আব্দুল কাদের, ফসিহউল উলুম মাদ্রাসার আনোয়ার হোসেন, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার কফিলউদ্দিন, চরশেরপুর পি,কে,টি, মাদ্রাসার মোজাম্মেল হক ও ঘাগড়া কামারপাড়া মাদ্রাসার শিক্ষক নূর মোহাম্মদ। এছাড়া, ২ ব্যাগ নকল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর ঐ কেন্দ্রের উল্লিখিত ৬ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়।

শেরপুর সংবাদদাতা ॥ গতকাল এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিকবিজ্ঞান পত্রে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ১০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। অপরদিকে দাখিল পরীক্ষায় ইসলামের ইতিহাস পত্রে নকলের অভিযোগে ১৪ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়।